মিলাদ ও কিয়াম পাঠ

তিলাওয়াত (বাংলা উচ্চারণ)

আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। লাক্বাদ জা'আকুম রাছুলুম মিন আনফুছিকুম, আজিজুন আলাইহি মা আনিত্তুম, হারিছুন আলাইকুম, বিল মু'মিনিনা রাউফুর রাহিম।

ওয়া ক্বালাল্লাহু তায়ালা ফি শানি হাবীবিহী ওয়া মাহবুবিহী ওয়া মাশুকিহি মুখ্‌বিরাও ওয়া আমিরাঃ ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউছাল্লুনা আলান নাবিয়্যি-ইয়া আইয়্যুহাল্লাজীনা আমানু ছাল্লু আলাইহি ওয়া ছাল্লিমু তাছলিমা।

বাংলা দরূদ (সকলে মিলে)

আল্লাহুম্মা ছাল্লিয়ালা ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলে ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

০১। প্রেমাগুণে জ্বলে মরি, ওহে খোদা রাব্বানা–
আমি যার প্রেমের পাগল, সে তো সোনার মদিনা।। ঐ

০২। ওগো খোদা দয়া কর, নছিব কর মদিনা–
নবীজীকে না দেখাইয়া, কবরেতে নিওনা।। ঐ

০৩। কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনার এতিম উম্মত কান্দে, নবী নবী বলিয়া।। ঐ

০৪। কোথায় রইলেন দয়াল নবীজী, আমাদেরকে ছাড়িয়া–
আপনি বিনে কি লাভ হবে, এই ধরাতে বাঁচিয়া।। ঐ

০৫। মদিনা মদিনা বলে, কান্দি আমি জারেজার–
দেখা দেন গো দয়াল নবী, ডাকি আপনায় বারংবার।। ঐ

০৬। মদিনা মদিনা বলে, কান্দে মন পাপিয়া–
মদিনা নামের তছবিহ, ফিরি গলে লইয়া।। ঐ

০৭। আমরা সবাই অধম পাপী, আপনাকেতো চিনলাম না–
সেই কারণে রোজ হাশরে, আমাদেরকে ভুইলেন না।। ঐ

০৮। কঠিন হাশরের দিনে, কেউ তো কারো হবে না–
উম্মতি উম্মতি বলে– কাঁদবেন নবী দিওয়ানা।। ঐ

০৯। নবীর জন্য যার প্রাণ এই দুনিয়ায় কান্দেনা–
রোজ হাশরে সেই পাপীরা, নবীর দেখা পাইবেনা।। ঐ

১০। আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর, দরূদ পড় সবজনা–
রোজ হাশরে তরাইবেন– দয়াল নবী মোস্তফা।। ঐ

১১। মদিনাতে শুয়ে আপনি, (ইয়া রাসুলাল্লাহ) মোদের সালাম শুনতে পান–
কেমনে যাব মদিনাতে, সে পথ আমায় বলে দেন।। ঐ

www.sunnibarta.com

১২। এশ্‌কের দরিয়ায় ডুব দেও রে মন, দেখবে নবীজীর দীদার–
খুলে যাবে চোখের পর্দা, দূর হবে মনের আঁধার ।। ঐ

১৩। দিবানিশি মনরে আমার, আর দিওনা যন্ত্রণা–
ধনে যদি হইতাম ধনী, যাইতাম সোনার মদিনা ।। ঐ

১৪। যার লাগিয়া কান্দরে মন, সে তো সোনার মদিনা–
স্বপ্নযোগে দেখ্‌তে পাবে, হলে তাঁহার দিওয়ানা ।। ঐ

১৫। দেহকে কাবা বানাইয়া, দিলকে বানাও মদিনা–
দিলের আয়নায় দিবেন দেখা, নূর নবী মোস্তফা ।। ঐ

২য় দরূদ ঃ (জিকিরের আওয়াজে অথবা পূর্বসুরে)

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়িদিনা মোহাম্মদ–
নাবিয়িনা শাফিয়িনা মাওলানা মোহাম্মদ ।। ২ বার

০১। আদম যখন মাটি পানি, মোর নবী খোদার রাসুল–
যাঁর উপরে পড়েন দরূদ আল্লাহ ও ফেরেস্তাকুল ।। ঐ

০২। স্বয়ং খোদা আশেক হয়ে, দোস্তি করলেন যার সাথে–
নামে দিলেন নাম মিশাইয়া, দেখনা চেয়ে কলেমাতে ।। ঐ

০৩। কুফরীর অন্ধকারে, যখন ছিল এই ধরা–
কোরআন লয়ে আসলেন ভবে, নূর নবী মোস্তফা ।। ঐ

০৪। আদম হাওয়া যত নবী, ফকির দরবেশ সব ইতি–
সবাই গাহেন তব গীতি, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ। ঐ

০৫। আকাশের ফেরেস্তারা, কাতারে কাতারে খাড়া–
রওজা পাকে পড়েন তারা, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৬। হাদীসেতে আছে লেখা, সত্তর হাজার ফেরেস্তারা–
রওজায় বিছায় নূরের পাখা, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৭। কোরআনেতে বলেন খোদা, শুন হে মুমিন জনা–
আমি পড়ি তোমরা পড়, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৮। এই নামের মহিমা বড়, এই নামকে উছিলা ধর–
এই নাম জপনা কর, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

০৯। এই নামের দুশমন যারা, চির দুষ্ট পাপী তারা–
এই নাম শুনে দেয়না সাড়া, ছাল্লি আলা মোহাম্মদ ।। ঐ

১০। পশু পাখি সবাই বলে, আজকে মোদের খুশির দিন–
এই দিনেতে আসলেন ভবে, রাহমাতুল্লিল আলামীন ।। ঐ

১১। পশু পাখি সবাই চিনে, মানুষ হয়ে চিন্‌লাম না–
ঈদ মিলাদে কঠিন দিলে, তাইতো খুশী আসেনা ।। ঐ
– ইয়া নাবী .....

www.sunnibarta.com

১২। ধন্য গো আমিনা বিবি, ধন্য আপনার জিন্দেগী–
আপনার ঘরে পয়দা হলেন– রাহমাতুল্লিল আলামীন।। ঐ

১৩। খোদার নূরে পয়দা তিনি, তাঁর নূরেতে আসমান জমীন–
নূরের নবী ছিলেন তিনি, ছায়া যাঁহার ছিলনা।। ঐ

১৪। আদমের ললাটেতে, সেই নূরের ঝলকেতে–
ফেরেস্তারা সেজদা করে, হাদীস খুলে দেখনা।। ঐ

১৫। আবদুল্লাহর পেশানীতে, মা আমিনার সেকেমেতে–
সেই নূর আসলেন এই ধরাতে, হলো জগত উজালা।। ঐ

১৬। জন্ম হয়ে শিশু নবী, না দেখিলেন বাপের মুখ–
ছয় বৎসরের কালে নবী, হারাইলেন মায়ের বুক।। ঐ

১৭। আল্লাহ আল্লাহ, জিকির কর, দরূদ পড় সবজনা–
রোজ হাশরে তরাইবেন–দয়াল নবী মোস্তফা।। ঐ

তারপর লুরী পাঠ ঃ (দোলনার গজল) –১

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্
লা–ইলাহা ইল্লাহ্ (২ বার)

০১। আপনার নূরে পয়দা হলো, তামাম সংসার–
কে আছে আর আপনার মত, এ বিশ্ব মাঝার-নবীজী।। ঐ

০২। মেরাজেতে গেলেন আপনি, বোরাকে সাওয়ার–
বিনা পর্দায় লা মকানে মাবুদের দীদার-নবীজী।। ঐ

০৩। কাউছারের মালিক আপনি, নবীদের ছরদার–
রোজ হাশরে পিলাইবেন, হাউজে কাউছার-নবীজী।। ঐ

০৪। আপনাকে দেখিলে নবী গো, দোজখ হয় হারাম–
স্বপনেতে দিবেন দেখা– হাবীব দোজাহান-নবীজী।। ঐ

০৫। মউতের তুফান আসবে যখন, নবীগো আমার–
দুই নয়নে দেখি যেন, চেহ্‌রায়ে আন্‌ওয়ার-নবীজী।। ঐ

০৬। গুনাহ্‌গারের গুনাহ্ ঝরে নবী, দরূদে আপনার–
লক্ষ কোটি ছালাম জানাই-কদমে আপনার।। ঐ

০৭। গুনাহ্‌গারের মুক্তিদাতা, হাবীব আল্লাহর–
তাঁর উপরে পড়ুন দরূদ, হাজার হাজার-নবীজী।। ঐ

০৮। নূরের নবী প্রেমের ছবি-আসলেন এই ধরায়–
আকাশের ফেরেস্তারা ছালাম জানায়-নবীজী।। ঐ

০৯। পাপী-তাপী তরাইতে নবী, আসলেন এ ধরায়
আসুন সবে দাঁড়াইয়া, ছালাম জানাই-নবীজী।। ঐ

www.sunnibarta.com

বাংলা লুরী (দ্বিতীয়)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্-লা-ইলাহা ইল্লা-হু। ২ বার

০১। আপনার নূরে পয়দা হলো— তামাম সংসার-
কে আছে আর আপনার মত— এই বিশ্ব মাঝার-নবীজী।। ঐ

০২। জাতি নূরের জ্যোতি দিয়া আল্লাহ— করিলেন সৃজন-
আরশ পরে লা মাকানে—রাখিলেন গোপন-নবীজী।। ঐ

০৩। আদমের ললাটে সেই নূর—আসিলেন যখন-
ফেরেস্তারা সিজ্‌দা করেন—আদমকে তখন-নবীজী।। ঐ

০৪। সেই নূরের কারণে নাহি—জ্বলেন ইবরাহীম-
অবশেষে পাইলেন সেই নূর—পুত্র ইসমাঈল-নবীজী।। ঐ

০৫। সেই নূরের উছিলায় ছুরি—না চলে গলায়-
যার কলবে আছে সেই নূর— যাবেনা হুতামায়-নবীজী।। ঐ

০৬। অবশেষে আসলেন সেই নূর—ভালে আবদুল্লাহর-
কপালেতে চমকে যেন—চাঁদ পূর্ণিমার-নবীজী।। ঐ

০৭। অবশেষে আসলেন সেই নূর— কোলে আমেনার-
পূর্ণিমার চাঁদ হাসে— কোলেতেতাঁহার-নবীজী।। ঐ

০৮। বরজিঞ্জি কিতাবে লেখা— আছে এই প্রকার-
নাভী কাটা খত্‌না করা—পাক পরিস্কার-নবীজী।। ঐ

০৯। না ছিল বদনে তাহার—নাপাকীর নিশান-
সুর্মা পরা আতর মাখা—জান্নাতী পিরহান-নবীজী।। ঐ

১০। মা আমেনার কোলে সেই নূর—আসিলেন ধরায়-
খানা কাবা সিজদায় পড়ে—ভূমিতে লুটায়-নবীজী।। ঐ

১১। মা আমেনার কোলে সেই নূর—আসলেন এই ধরায়-
আকাশের ফেরেস্তারা—সালাম জানায়-নবীজী।। ঐ

১২। জান্নাতের হুর বালারা—গাহে নবীর গান-
ফেরেস্তারা ডেকে বলেন—আহ্‌লান ও সাহ্‌লান-নবীজী।। ঐ

১৩। নূরের নবী প্রেমের ছবি—আসলেন এই ধরায়-
আসুন সবাই দাঁড়াইয়া—সালাম জানাই-নবীজী।। ঐ

ইয়ানাবী সালাম আলাইকা—ইয়া রাসুল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা—সালাওয়াতুল্লাহ্ আলাইকা।

www.sunnibarta.com

কিয়ামের কাসিদা (বাংলা)

ইয়া নাবী ছালাম আলাইকা-ইয়া রাসুল ছালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা-ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

০১। আপনি যে নূরের রবি-নিখিলের ধ্যানের ছবি।
আপনি না এলে দুনিয়ায়-আঁধারে ডুবিত সবি।। ইয়ানাবী

০২। আপনারি নূরের আলোকে-জাগরণ এলো ভুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল-হাসিল কুসুম পুলকে!! ইয়ানাবী

০৩। চাঁদ সুরুয আকাশে আসে-সে আলোয় হৃদয় না হাসে।
এলে তাই হে নব রবি-মানবের হৃদয় আকাশে।। ইয়ানাবী

০৪। নবী না হয়ে দুনিয়ার-না হয়ে ফেরেস্তা খোদার!
হয়েছি উম্মত আপনার-তার তরে শোকর হাজার বার।। ইয়ানাবী

০৫। হে রাসুল ছালাম লাখো বার-মোরা যে উম্মত গুনাহ্গার!
কে আছেন মোদের তরাইবার-হাশরে ভরসা আপনার!! ইয়ানাবী

০৬। হে রাসুল মদিনা হইতে-সব কিছু পারেন দেখিতে!
মোদের লাশ কবরে রাখিলে-লইবেন আপন কোলে!! ইয়ানাবী

০৭। দোজখে পাপীরে নিলে-আপনার দীদার পেলে!
তখন কি দোজখ রবে-দোজখ যে জান্নাত হবে!! ইয়ানাবী

০৮। আপনার দীদার বিনে-বাঁচেনা আশেক বাঁচেনা!
কেন যে আপনায় দেখিনা-এই বেদন প্রাণে সহেনা!! ইয়ানাবী

০৯। হাশরে বিপদের দিনে-শাফায়াত করিবেন সবে!
আপনারি শাফায়াত বিনে-নাজাত নাহি সেদিনে!! ইয়ানাবী

১০। আপনি যে খোদারি মকবুল-কেহ নাই আপনার সমতুল!
আপনি যে খোদার জাতী নূর-আপনারি নূরে সকল নূর!! ইয়ানাবী

১১। যা কিছু আছে গোপনে-দেখতে পান আপন নয়নে!
আপনি যে হাজির ও নাজির-সৃষ্টিকুল আপনার নজরে! ইয়ানাবী

১২। কাউছার বানাইলেন আল্লায়-মালিক করলেন আপনায়!
সুরায়ে কাউছারে প্রমাণ-ইহা যে আপনার মহান শান!! ইয়ানাবী

১৩। খায়বরের ছাহ্বা মাকামে-শুইলেন আলীর কোলে!
ডুবন্ত সূর্য উদয় হয়-আপনার আঙ্গুল ইশারায়!! ইয়ানাবী

১৪। আরবের মক্কা শহরে-ছাফার পর্বত কিনারে!
আপনার আঙ্গুল ইশারায়-চন্দ্র দুই টুকরা হয়ে যায়!! ইয়ানাবী

১৫। হে নবী! আপনি সৃষ্টিরমূল-সব কিছু আপনার নূরের ফুল!
চাঁদ সুরুয আপনার তাবেদার-বানাইলেন আল্লাহ পরোয়ার!! ইয়ানাবী

১৬। এমন চোখ দিলেন আল্লায়-নজর তাঁর আরশ মোয়াল্লায়!
খোদ খোদা গায়েব নাহি রয়-আর কিছু কেমনে গয়েব রয়!! ইয়ানাবী

www.sunnibarta.com

কিয়ামের কাসিদা (২য় প্রকার)

ইয়া নাবী ছালাম আলাইকা-ইয়া রাসুল ছালাম আলাইকা!
ইয়া হাবীব ছালাম আলাইকা-ছালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।

০১। হে নবী! আপনি হাজির ও নাজির, ছালাম লন অধম পাপীর–
পাপী যে কান্দে দিন ও রাত, শুধু যে আপনায় দেখিতে।। ইয়ানাবী

০২। সাধ্য নাই যেতে মদিনা, দিন ও রাত এইতো ভাবনা–
দেখা দেন নবী স্বপনে, এই আরজ আপনার চরণে।। ইয়ানাবী

০৩। হে নবী আপনি মদিনা হইতে, সব কিছুই পারেন দেখিতে–
মোদের লাশ কবরে রাখিলে, লইবেন আপন কোলে।। ইয়ানাবী

০৪। জিব্রাঈল ডাকেন বারে বার, খুলে দাও আসমানের দুয়ার–
এসেছেন নবীদের সর্দার, করিতে মাওলার দিদার।। ইয়ানাবী

০৫। নবীজীর আব্বা আবদুল্লাহ, নবীজীর আম্মা আমেনা
নবীজীর দুধ মা হালিমা, নবীজীর রওযা মদিনা!! ইয়ানাবী

০৬। উছিলা আপনাকে নিয়া-কাঁদিলেন আদম ও হাওয়া!
হইল আল্লারি দয়া- কবুল করিলেন দোয়া!! ইয়ানাবী

কাসিদার পর–লাখো ছালাম

মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম!
শাম্‌য়ে বজমে হেদায়াত পে লাখো ছালা!!

০১। মেহ্‌রে চরখে নবুয়্যত পে রৌশন দরুদ!
গুলে বাগে রিছালাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০২। জিছ্ ছোহানী ঘড়ি চম্‌কা তায়বা কা চাঁদ!
উছ্ দিল্ আফরোজে চা'আত পে লাখো ছালা!! মোস্তফা

০৩। জিনকি সেজদে কো মেহ্‌রাবে কাবা ঝুঁকি!
উন্ ভউ কি লাতাফাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৪। খালেক নে•আপনে নূর ছে মাহবুব কা নূর বানায়া!
উছি নূরে মোহাম্মদী পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৫। আরশ ছে জেয়াদা রোত্‌বা-রওজা রাছুলুল্লাহ কা!
উছি রওজায়ে আন্‌ওয়ার পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৬। শবে আছ্‌রা কে দুলা পে দায়েম দরূদ!
নওশায়ে-বজমে জান্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

www.sunnibarta.com

০৭। কিছকো দেখা ইয়ে মুছাছে পূঁছে কুই!
আখোঁ ওয়ালো কি হিম্মত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৮। দূর ও নজদিক কি– ছুননেওয়ালে ওয়ে কান!
কানে লা'লে কারামত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

০৯। নূরকে চশমে লেহ্রায়ে দরিয়া বহে!
অংলীউঁকি কারামত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১০। হাত জিছ তরফ উঠা– গণী কর দিয়া!!
মৌজে বাহরে ছাখাওয়াত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১১। খায়ী কোরআন নে-খাকে গুজার কি কছম!
উছ্ কাফে পা কি হুরমত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১২। উন্কে মাওলা কে উন্পর– কড়োরোঁ দরূদ!
উন্কে আছ্হাব ও ইত্রাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৩। ছাইয়িদা ফাতেমা-জওজায়ে মুর্তজা!
ইয়ানে খাতুনে জান্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৪। শহীদে কারবালা-হুছাইনে মুজতবা
বে-কছে দশ্ত গোরবত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৫। গাউছে আজম ইমামুত-তুক্বা ওয়ান নুক্বা!
জাল্ওয়ায়ে শানে কুদরত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৬। জিন্কি মিম্বার হুয়ী-গর্দানে আউলিয়া!
উছ্ কদম কি কারামত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৭। ছান্জারী আজমিরী খাজা গরীব নাওয়াজ!
উছ্ মুঈনুদ্দিন ও মিল্লাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৮। নক্শায়ে নকশে বন্দ খাজা– বাহাউদ্দিন!
আওর মুজাদ্দেদে আলফে ছানি পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

১৯। কামেলানে তরিকত পে-কামেল দরূদ!
হামেলানে শরীয়ত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২০। ছাইয়েদী হযরতে কেব্লা-আহমদ রেজা!
ইমামে আহলে ছুন্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২১। ডাল দি কল্ব মে-আজমতে মোস্তফা!
হেক্মতে আ'লা হযরত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২২। বে হিছাব, কিতাব আওর আজাব ও ইতাব!
তা আবাদ আহলে ছুন্নাত পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

২৩। হামারে ওস্তাদ ও মা-বাপ আওর ভাই ও বহিন!
আহলে ওল্দ ও আশিরাত্ পে লাখো ছালাম!! মোস্তফা

www.sunnibarta.com

তারপর দাঁড়ানো অবস্থায়ই নিম্নোক্ত "আছ ছালাম" পড়তে হবে

আছ-ছালাম

০১। আছ্ ছালাম আয়-ছবজে গুম্বেদ কে মকীন !
আছ্ ছালাম আয়-রাহ্মাতুল্লিল আলামীন!!

০২। আছ্ ছালাম আয়-মীম হা ও মীমও দাল!
আছ্ ছালাম আয় বেনজীর ও বে মেছাল!!

০৩। আছ্ ছালাম আয়-দস্তগীরে বে কাছাঁ!
আছ্ ছালাম আয়-চারায়ে দরদে নেহা!!

০৪। তু ছখী তেরা ছখী-দরবার হায়!
গর্ করম্ কি জিও তু-বেড়া পার হায়!!

০৫। দস্ত বছ্তা হ্যায় খাড়ে-হাজের গোলাম!
পেশ করতে হেঁ-গোলামানা ছালাম!!

০৬। ইয়া ইলাহি ছদ্কায়ে-আলে রাছুল!
ইয়ে ছালামী আশেকানা হো কবুল!!

০৭। "আয় খোদা কে লাড্লে-পেয়ারে রাছুল!
ইয়ে ছালামী আজেজানা-হো কবুল"

(ইয়ে মিলাদ ও কিয়াম ও দরূদ-হো কবুল)
(সবাই মিলে)
মদিনে কে চাঁদ! হাজারো ছালাম।
মদিনে কে চাঁদ! লাখো ছালাম!
মদিনা কে চাঁদ! ক্রোড় ছালাম!
মদিনে কে চাঁদ! বেহদ্ ছালাম!

বালাগাল উলা বিকামালিহী-কাশাফাদ দুজা বিজামালিহী।
হাছুনাত জামিউ খিছালিহী-ছাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী!!

এরপর বসে একবার সুরা ফাতিহা ও তিনবার সুরা ইখ্লাস পাঠ করে দোয়া মুনাজাত করতে হবে!

(বিঃ দ্রঃ) মিলাদ শরীফে কিয়াম অবস্থায় বাংলা অথবা উর্দু/আরবী কাসিদা পাঠ করার পর লাখো ছালাম এবং আছ ছালাম পাঠ করে কেয়াম সমাপ্ত করবে। "লাখো ছালাম"–ইমামে আহলে সুন্নাত আহ্মদ রেজা খান বেরলভী (রহঃ)-এর লিখিত কাসিদা। হুজুর (দঃ)-এর শানে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ কাসিদা।

www.sunnibarta.com

উরদু মিলাদ শরীফ পাঠ

দরূদ ঃ বসে বসে (চট্টগ্রাম পদ্ধতি)

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ..... (আয়াত শরীফ তিলাওয়াত)
ছালাতুন ইয়া রাছুলাল্লাহ আলাইকুম
ছালামুন ইয়া হাবীবাল্লাহ আলাইকুম

০১। দো-আলম কেউ নাহো কোরবাঁ উছি পর্
খোদা ভী হায় রেজা জুয়ে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০২। ফলক হায় জেরে ফর্মানে মোহাম্মদ
বড়ি হায় আর্শ ছে শানে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৩। বয়াঁ উন্কা বয়ানে কিবরিয়া হায়
কালামে হক্ব ইয়ে ফরমানে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৪। করেঙ্গে আম্বিয়া মাহ্শার মে নাফ্ছী
উঠেঙ্গে উম্মতী গোয়া মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৫। কতীলে খঞ্জরে বোররা নেহী দিল্
মগর কোরবানে আব্রোয়ে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

০৬। মোহাম্মদ ছে ছিফাত পুছো খোদা কি
খোদা ছে পুছিও শানে মোহাম্মদ।! ছালাতুন ইয়া ....

০৭। মোহাম্মদ মোস্তফা জানে খোদা কো
খোদা জানে মোহাম্মদ মোস্তফা কো।। ছালাতুন ইয়া ....

০৮। মোহাম্মদ মোস্তফা নূরুন আলা নূর
হাবীবে কিবরিয়া নূরুন আলা নূর।। ছালাতুন ইয়া ....

০৯। খোদা খোদ হায় খরিদারে মোহাম্মদ
খোদা মিল্তা হায় দরবারে মোহাম্মদ।। ছালাতুন ইয়া ....

১০। নবীকে খলিফা হেঁ চার্ আকবর
আবু বক্র, ওমর, ওস্মান ও হায়দার।। ছালাতুন ইয়া ....

১১। নছিমা, জানেবে বোত্হা গুজর্ কুন্
জে আহ্ওয়ালাম হাবীবীরা খবর কুন।। ছালাতুন ইয়া ....

১২। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ্ খবর লও
মেরে মাওলা মেরে আক্বা খবর লও।। ছালাতুন ইয়া ....

www.sunnibarta.com

১৩। খবর লও ইয়া রাছুলাল্লাহ্ খবর লও
মসিবত ছে গোলামো কো বাঁচা লও।। ছালাতুন ইয়া ....

১৪। ইয়া রাছূলাল্লাহি উনজুর হা লানা
ইয়া হাবীবাল্লাহি ইছমা' ক্বা-লানা।। ছালাতুন ইয়া ....

১৫। ইন্নানা ফী বাহরে হাম্‌মিন মুগ্‌রাকুন
খুজ আইদী ছাহ্‌হিল লানা আশ্‌কালানা।। ছালাতুন ইয়া ....

বিছ্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ওয়ামা আরছাল্‌নাকা ইল্লা রাহ্‌মাতাল্লিল আলামীন

০১। মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা
রাহমাতুল্লিল আলামীনে মারহাবা।। মারহাবা ....

০২। জল্‌ওয়াগর হো ইয়া ইমামাল মোর্‌ছালীন।
জল্‌ওয়াগর হো রাহমাতুল্লিল আলামীন।। মারহাবা ....

০৩। জল্‌ওয়াগর হো আয় চেরাগে কুহে তুর
নাছেখে তাওরীত ও ইঞ্জিল ও যবুর।। মারহাবা ....

০৪। জল্‌ওয়াগর হো গম্‌জাদোঁকে দস্তগীর
জল্‌ওয়াগর হো হাদীয়ে রওশন জমীর।। মারহাবা ....

০৫। জল্‌ওয়াগর হো মীম, হা ও মীম- দাল
জল্‌ওয়াগর হো বে-নজীর ও বে-মেছাল।। মারহাবা ....

০৬। জল্‌ওয়াগর হো আম্বিয়া কে মোক্‌তাদা
জল্‌ওয়াগর হো আউলিয়া কে পেশোয়া।। মারহাবা ....

০৭। জল্‌ওয়াগর হো জল্‌ওয়ায়ে নূরে খোদা
জল্‌ওয়াগর হো ইয়া মোহাম্মদ মোস্তফা।। মারহাবা ....

ইয়ানে বারভী রবিউল আউয়াল পীর কে দিন বওয়াক্তে ছোবহে ছাদেক ছাইয়েদে কাওনাইন, ছোল্‌তানে দারাঈন, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদিনা হযরতে মোহাম্মদ মোস্তফা আহ্‌মদ মোজ্‌তবা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম নে হাজারোঁ জাহ্ ও জালাল ছে দৌলত্‌ছারায়ে ইক্‌বাল মে জহুর ইজ্‌লাল ফরমায়া। আওর হাম গোনেহ্‌গারোঁ কো দৌলতে ঈমান ছে মালামাল ফরমায়া। (এরপর লুরী পড়বে)।

www.sunnibarta.com

মুনাজাত

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বীল আলামীন!

হে আল্লাহ! হে রহমান, হে রহীম। আমরা এতক্ষণ তোমার হাবীবের শানে মিলাদ ও কিয়াম করেছি। সালাত ও সালাম পাঠ করেছি। আয়োজনকারী ও উপস্থিত সকলের পক্ষ হতে তুমি মেহেরবাণী করে এই পবিত্র মিলাদ মাহ্ফিলকে কবুল ও মনজুর করে নাও। হে আল্লাহ! আমরা তোমার রহমতের ভিখারী। তুমি দাতা। ভিখারী ঘরের দরজায় এসে প্রথমে মালিকের প্রিয় সন্তানাদির জন্য দোয়া করে, পরে ভিক্ষা চায়। ভিখারীর প্রতি পিতা-মাতার স্নেহের উদ্রেক হয়। তারা ভিখারীকে খালী হাতে বিদায় দিতে পারে না। তদ্রূপ, তোমার শাহী দরবারে রহ্মতের ভিক্ষা চাওয়ার পূর্বে তোমার প্রিয় হাবীবের গুণগান করেছি। দরূদ ও সালাম আরজ করেছি। তুমি ওয়াদা করেছো-তোমার হাবীবকে একবার সালাত ও সালাম জানালে তুমি তাঁর উপর দশবার রহমত নাজিল কর। হে মাওলা! আমরা তোমার হাবীবের উছিলায় তোমার রহমত চাই। তুমি আমাদেরকে রহমত থেকে বঞ্চিত করোনা মাওলা! হে আল্লাহ! আজকের মিলাদ শরীফের সওয়াব সর্বপ্রথম তোমার প্রিয় হাবীবের (দঃ) খেদমতে পৌঁছিয়ে দাও। তাঁর আহলে বাইত, আজওয়াজে মোতাহ্হারাত, সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশেদীন ও শহীদানে কারবালার রুহে পাকে মিলাদ শরীফের হাদিয়া পৌঁছিয়ে দাও। চার মজহাবের চার ইমাম, চার তরিকার চার ইমাম এবং তামাম বুজুর্গানে দ্বীন ও সলফে সালেহীনের রূহে পাকে এর সওয়াব বখ্শীষ করে দাও। আমাদের পিতা-মাতা, ওস্তাদ, পীর-মুর্শেদ, দাদা-দাদী, নানা-নানী, মর-মুরুব্বী ও আত্মীয়-স্বজনদের রূহে পাকে এই মিলাদ শরীফের সওয়াব পৌঁছিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি মেহেরবানী করে আমাদের গুনাহ্ খাতা মাফ করে নেক কাজ করার তৌফিক দাও। রুজী রোজগারে বরকত দাও। বালা মুসিবত দূর করে দাও। খাতেমা বিল খায়ের নসিব কর। মউতের সময় নবী করিম (দঃ)-এর জামালে মোবারক দেখাইও। হাশরের দিনে তাঁর শাফায়াত আমাদের সকলকে নসিব করিও। ওয়া সাল্লাল্লাহু তালা খাইরি খাল্কিহি ওয়া নূরে জাতিহী সাইয়েদিনা, মোহাম্মাদিও ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্মাঈন। আমীন! বিহক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (দঃ)।

www.sunnibarta.com

নবীজীর দরবারে ফরিয়াদ

ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ইয়া হাবিবাল্লাহ্- ইয়া রাসুলাল্লাহ্ ইয়া হাবিবাল্লাহ্। (২ বার)

০১। আমার মউতের নিদান কালে-আসিবেন নবীগো আমার শিয়রে
দেখিব আপনাকে আপন নয়নে- ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০২। পাই যদি নবীগো- আপনারি দীদার- মউতের যাতনা থাকিবেনা আমার,
দিবেন গো দেখা দয়া করিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৩। শুনেছি হাদীছে দেখিলে আপনাকে- জীবনের গুনাহ ঝরিয়া পড়ে।
দিবেন গো দীদার দয়া করিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৪। আজরাঈল আসিয়া প্রাণ পাখী লইয়া- পলকে যাবে গো যখন চলিয়া,
আসিবেন নবী গো উম্মত লাগিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৫। মারা যাওয়ার পরে রাখিবেনা ঘরে- গোসল করাবে ঘরের বাহিরে,
আসিবেন নবীগো উম্মত তরে-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৬। গোসল করাইয়া কাফন পরাইয়া-বিদায় দিবে যখন সকলে মিলিয়া,
লইয়েন গো নবীজী কোলেতে তুলিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৭। জানাযার মাঠে নিবে খাটে করিয়া- কাঁদিব আমি সবকিছু হারাইয়া,
আসিবেন নবীগো উম্মত লাগিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৮। জানাযার শেষে খাটেতে করিয়া- গোরস্থানে নিবে কাঁধেতে তুলিয়া,
কোলে তুলে নিবেন গো উম্মত বলিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

০৯। অন্ধকার কবরে আমায় একা রাখিয়া- আপনজন সকলে, যখন যাবে চলিয়া,
আসিবেন নবী গো অধম লাগিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১০। অন্ধকার কবরে যখন দিবে আমারে-আসিবেন নবী গো আমার কবরে,
দেখিব আপনাকে দুই নয়ন ভরে-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১১। মনকির নকীর আসিয়া সাওয়াল করবে বসাইয়া- দিবেন গো নবীজী পর্দা উঠাইয়া
সালাম করিব কদম ধরিয়া-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১২। পিতা-মাতা যাহাদের অন্ধকার কবরে- রাখিবেন নবী গো দয়ার নযরে।
তরাইয়া নিবেন গো হাশর ময়দানে- ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১৩। শাফাআতের অধিকার হাতেতে আপনার- তরাইবেন নবী গো উম্মত গুনাহ্গার,
তরাইয়া নিবেন গো হাশর মাঝার-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১৪। এ বিশ্ব ভূবনে যাহা আছে গোপনে- দেখিতে আছেন গো আপন নয়নে,
গায়েবের খবর আপনি দেনেওয়ালা-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

১৫। আপনারি নূরের ঝলক লাগিয়া- গেল যে আবুদের পরিচয় হইয়া,
আপনারি এশকে প্রভূ দিওয়ানা-ইয়া রাসুলাল্লাহ্, ইয়া হাবিবাল্লাহ্।

✪ (নূরে মোহাম্মদীর উছিলায় আল্লাহর পরিচয়ও প্রকাশ ঃ হাদীসে কুদসী)

www.sunnibarta.com

দরবারে এলাহীতে কাতর মুনাজাত (সিলেটী সুর)

আমার কাছে কি ধন আছে- কি দিব তোমারে গো আল্লাহ!
ওগো আল্লাহ কর দয়া-এই অধমেরে।

০১। আদমেরে করছো দয়া আল্লাহ-আরফাতের ময়দানে,
আমারে নি করবা দয়া গো আল্লাহ-হাশর ময়দানে-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০২। নূহকে করেছো দয়া আল্লাহ- তুফানের কালে,
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- মওতের তুফানে গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৩। ইবরাহীমকে করছো দয়া আল্লাহ- নমরূদের আগুনে
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- দোযখের আগুনে-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৪। আইউবেরে করছো দয়া আল্লাহ-অসুখের কালে,
আমারে নি করবা দয়া-গো আল্লাহ বিপদের দিনে-গো আল্লাহ
কর দয়া এই অধমেরে।

০৫। মুছাকে করেছো দয়া আল্লাহ-নীল দরিয়ার মাঝে,
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ-এই ভব সংসারে-গো আল্লাহ
কর দয়া এই অধমেরে।

০৬। ইউনুছেরে করছো দয়া আল্লাহ-মাছের পেটেতে
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- অন্ধকার কবরে-গো আল্লাহ
কর দয়া এই অধমেরে।

০৭। নবীজীকে করছো দয়া আল্লাহ- বদরের ময়দানে
আমারে নি করবা দয়া গো-আল্লাহ- হাশর ময়দানে-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৮। রূহ নিকালিবে যখন আল্লাহ-আজরাইল আসিয়া,
ঈমান বাঁচাইও আমার গো-আল্লাহ!-নবীকে দেখাইয়া-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

০৯। মা বাপকে রাইখাছি গো আল্লাহ- কবরে শোয়াইয়া,
তাহাদের কর দয়া গো-আল্লাহ!- কোলেতে লইয়া-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

১০। ধন দিছো জন দিছো আল্লাহ- কেড়ে নিও না,
নবীজীকে না দেখাইয়া গো-আল্লাহ- কবরে নিওনা-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

১১। গফুর গাফফার তুমি আল্লাহ-পাক ছোবহান,
দয়া করে ক্ষমা করো গো আল্লাহ- তুমি মেহেরবান-ওগো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

১২। অধম জলীল কান্দে আল্লাহ- দয়ার লাগিয়া।
দয়া করে ক্ষমা করো গো-আল্লাহ- কবরেতে নিয়া-গো আল্লাহ!
কর দয়া এই অধমেরে।

www.sunnibarta.com

শাহাদাতে কারবালা ঃ

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ,
ওয়া আলা আলে ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

০১। মুহররমের দশ তারিখে কি ঘটাইলেন রাব্বানা,
কলেজা ফাটিয়া যায়গো বলিতে তার ঘটনা– আল্লাহুম্মা ছাল্লি–

০২। হাসান শহীদ জহরেতে–হোসাইন শহীদ কারবালায়
জয়নাল আবদীন বন্দী হইলেন–এজিদের ঐ জেলখানায়। ঐ

০৩। কান্দিয়া জয়নাল আবদীন–বেহুঁশ হইলেন কারবালায়.
বেহেস্তে লুটিয়ে কান্দেন–আলী ও মা ফাতেমায়। ঐ

০৪। মুহররমের চাঁদ এলো ঐ– কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়।
ওয়া হোসাইনা! ওয়া হোসইনা! তাঁরি মাতম শুনা যায়। ঐ

না'তে রাসূল (দঃ) ঃ উর্দ্দু

০১। ছব্‌ছে আওলা ও আলা হামারা নবী
ছব্‌ছে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী। ২ বার

০২। আপনে মাওলাকা পেয়ারা হামারা নবী.
দোনো আলম কা দুলা হামারা নবী।। ঐ

০৩। বজ্‌মে আখের কা শামা ফরোজা হুয়া,
নূরে আউয়াল কা জাল্‌ওয়া হামারা নবী।। ঐ

০৪। জিছকো শা-য়াঁ হায় আরশে খোদা পর জুলুছ.
হ্যায় ওহ ছোলতানে ওয়ালা হামারা নবী।। ঐ

০৫। খল্‌ক ছে আউলিয়া, আউলিয়া ছে রুছুল,
আওর রসুলুছে আ'লা হামারা নবী।। ঐ

০৬। আছ্‌মানো হি পর্ ছব্ নবী রাহগেয়ে,
আরশে আজম পে পৌঁছা হামারা নবী।। ঐ

০৭। করনো বদ্‌লী রছুলুঁ কি হোতি রাহি
চান্দ বদ্‌লী কা নিক্‌লা হামারা নবী।। ঐ

০৮। জিছ্‌কি দো বোন্দ হে কাউছার ও ছাল্‌ছাবিল,
হায় ওহ্ রহমত কা দরইয়া হামারা নবী।। ঐ

০৯। কৌন দেতা হায় দেনেকো মুহ্ চাহিয়ে.
দেনে ওয়ালা হায় ছাচ্ছা হামারা নবী।। ঐ

১০। কেয়া খবর কেত্‌নে তারে খিলে ছুপ গেয়ে,
পর না ডুবে না ডুবা হামারা নবী।। ঐ

www.sunnibarta.com

১১। মুলকে কাওনাইন মে আম্বিয়া তাজদার,
তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী।। ঐ

১২। ছারে আচ্ছো ছে আচ্ছা ছমঝিয়ে জিছে,
হ্যায় উহ্ উচোঁ ছে উচা হামারা নবী।। ঐ

১৩। জিছনে টুকড়ে কিয়ে হ্যায়, ক্বমর কো উহ্ হ্যায়,
নূরে ওয়াহ্দাত্ কা টুক্ড়া হামারা নবী।। ঐ

১৪। জিছনে মূর্দা দিলোঁকো দি ওমরে আবাদ,
হ্যায় উহ্ জানে মছিহা হামারা নবী।। ঐ

১৫। গম্জাদোঁ কো রেজা মুঝ্দা দি জে কে হ্যায়,
বেকছো—কা ছাহারা হামারা নবী।। ঐ

—আ'লা হযরত ইমাম মাহমদ রেযা খান (রহঃ)

মউত ও কবরের ভাবনা

আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মাওলানা মোহাম্মদ
ওয়া আলা আলে ছাইয়িদিনা মাওলানা মোহাম্মদ।

০১। বাড়ী বাড়ী করোনা মন
আসল বাড়ী কবরেতে
এই বাড়ী তো তোমার না,
সেই বাড়ীর লও ঠিকানা। ঐ

০২। যেই দেশেতে যাইবি রে মন
যেই ঘরেতে শুইবি রে মন
সেই দেশের নাই ঠিকানা
সেই ঘরের নাই বিছানা। ঐ

০৩। ডাইনে মাটি বাঁয়ে মাটি
অন্ধকার কবরের মাঝে
মাটির হবে বিছানা,
সঙ্গী কেহ যাবে না। ঐ

০৪। আশে মাটি পাশে মাটি
একদিন এসে দেখবেনা কেউ
বাঁশের ছাউনী উপরে,
কেমনে আছ কবরে। ঐ

০৫। তোমার ঈমান তোমার আমল
জায়গা জমি জমিদারী
সঙ্গে যাবে কবরে,
কেড়ে নিবে অপরে। ঐ

০৬। সময় থাকতে বেলা থাকতে
সন্ধ্যা হলে বসে কাঁদবি
কর রে মন সাধানা,
তোর ক্রন্দন কেউ শুনবে না। ঐ

০৭। কি করিবে ধনেজনে
যাইতে হবে গোরস্থানে
কি করিবে অভিমানে,
সঙ্গে কেহ যাবেনা। ঐ

০৮। আসছো ভবে যাইতে হবে
হিসাব নিকাশ দিতে হবে
অন্ধকার ঐ কবরে,
হাশরের ঐ ময়দানে। ঐ

০৯। নবীর জন্য মনে প্রাণে
শয়নে স্বপনে তুমি
হওরে পাগল দিওয়ানা,
দেখতে পাইবে মদিনা। ঐ

১০। আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর
রোজ হাশরে তরাইবেন
পড় দরূদ সবজনা,
দয়াল নবী মোস্তফা। ঐ

www.sunnibarta.com